

শ্রী শ্রী মাতঙ্গীধ্যানমঃ

তালীদলনোৰ্পতিকৰ্ণভূষাং
মাধ্বীমদোদ্যুৰ্গতিনত্ৰপদ্যম্ ।
ঘনস্তনীং শম্ভুবধুং নমামি ।
তডল্লিতাকান্তমিনৰ্ঘ্যভূষাম্ ॥ ১ ॥

ঘনশ্যামলাঙ্গীং স্থতিং রত্নপীঠে
শুকস্ফোদতিং শৃণ্বতীং রক্তবস্ত্রাম্ ।
সুরাপানমত্তাং সরোজস্থতিং শ্রীং
ভজে বল্লকীং বাদয়ন্তীং মতঙ্গীম্ ॥ ২ ॥

মাণক্‌যাভরণান্বতিং স্মৃতিমুখীং নীলোৎপলাভাং বরাং
রম্যালক্‌তক লপ্তপাদকমলাং নত্ৰত্ৰয়োল্লাসিনীম্ ।
বীণাবাদনত্ৰপরাং সুরনুতাং কীরচ্ছদশ্যামলাং
মাতঙ্গীং শশিশিখেরামনুভজে তাম্‌বুলপূৰ্ণাননাম্ ॥ ৩ ॥

শ্যামাঙ্গীং শশিশিখেরাং তরনয়নাং বদেইঃ কররৈবভিঃতীং
পাশং খটমখাঙ্গকুশং দৃঢ়মসং নাশায় ভক্তদ্বয়াম্ ।
রত্নালঙ্করণপ্রভোজবলতনুং ভাস্বৎকরীটাং শূভাং
মাতঙ্গীং মনসা স্মরামি সদয়াং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদাম্ ॥ ৪ ॥

দেবীং ষোড়শবার্ষিকীং শবগতাং মাধ্বীরসায়ুৰ্গতিং
শ্যামাঙ্গীমরুগাম্‌বরাং পৃথুকুচাং গুণ্জাবলীশোভিতাম্ ।
হস্তাভ্যাং দধতীং কপালমমলং তীক্ষ্ণাং তথা কর্ত্তরিকাং
ধ্যায়নেমানসপঙ্কজে ভগবতীমুচ্ছৃষ্টচাণ্ডালিনীম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমাতঙ্গীধ্যানম্ ॥

দশমহাবিহার নবম মহাবিহা হলনে শ্রী শ্রী মাতঙ্গী...! স্নহেময়ী জ্ঞানমূর্ত্তি নবমা
দেবী সমস্ত বপিদ থেকে ভক্তকে ত্রাণ করেন। মতঙ্গাসুরকে বধ করেছিলেন বলে তিনি
মাতঙ্গী নামে পরিচিতি হন। শবিরে নাম মাতঙ্গ, তার শক্তি মাতঙ্গী। মাতঙ্গী কে
দখলে ভুল করে সরস্বতী মনে হতে পারে।

মূর্ত্ততিত্বঃ

মাতঙ্গীর দেহবর্ণ সবুজ, তাঁর এক হাতে বীণা, অন্য হাতে তরবারি, মহাখরপর এবং
বরাভয়। তাঁর সঙ্গী হিসেবে টিয়াপাখিকে কল্পনা করা হয়। ত্রি-নয়নী দেবীর কপালে
শবিরে মতো আবার চাঁদ ও শোভা পাচ্ছে। গলায়, কলহার ফুলের মালা পরে রয়েছে। বীণা
বাদনরতা দেবী মাতঙ্গীর পরিধানে সুবদ্ব চালে সুশোভিত। তিনি রক্তবর্ণ শাড়ী
পরিহিতা আর হাতে শঙ্খপাত্র ধরে আছেন, তার মুখমণ্ডলে মধুপানের মৃদু আভা এবং
ললাটে সুন্দর টপি শোভা পাচ্ছে। এর বল্লকী (বীণা) ধারণ নাদরে প্রতীক। কাকাতুয়ার
পড়া গ্ৰহীং বর্ণের উচ্চারণ বীজমন্ত্রের প্রতীক।

পট্টাংগকি তত্ত্ব অনুযায়ী দেবী মাতঙ্গী উৎসঃ

মহাদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী পার্বতী একদিন পতিগৃহে যতে চয়েছিলেন। মহাদেব ও
চয়েছিলেন যতে! হিমালয়ে শবিকে আমন্ত্রণ জানান নি। পার্বতী বহুবার করে শবিকে
যতে বললেও শবি গলেনে না। তবে কথা দিলে পার্বতীকে আনতে যাবেন। পার্বতী

পতিগৃহে গিয়ে শবিরে কথা প্রায় ভুলেই গেলেন, শবি তখন এক মনকারিরে ছদ্মবশে
হিমালয় যে পার্বতীর পতিগৃহে গেলেন !! ময়েরো তো চরিকালই পাড়ার ইমটিশেনরে
দোকানে ভিড় জমায়। পার্বতীও তো ময়ে নাকি !! যথারীতি বশে কয়কেটা গয়না পছন্দ
করে শবিকে মূল্য জিজ্ঞাসা করেন, শবি তার বনিমিয়ে পার্বতীকে চাইলেন ! পার্বতী তো
অবাক হয়ে গেলেন, একটা মনকারিরে এতো স্পর্ধা ,তাই আবার শবিরে পত্নী ! তখনিতার
মনে হলো এ নরিঘাত মহাদবে। তিনি মহাদবে কে বললেন, তার ইচ্ছা পূরণ করবনে, কনিতু
সঠকি সময়ে। সদিনে সন্ধ্যাবলো মহাদবে এর কাছে পার্বতী এক বশিষে রূপ নিয়ে
আবরিভূত হলেন , তাকে দেখে শবি অবাক হয়ে বললেন , কে আপনদিবী। কনেই বা এখানো।
আপনার কবি উদ্দেশ্যে। ছদ্মবশী পার্বতী বললেন , আমিতপস্যা করতএ এসছে।
আমাকে বরিক্ত করবনে না। আমি এক চণ্ডালকি ,তপস্যা করতএ এসছে, দবী হতে চাই।
মহাদবে বললেন, আপনি আমাকে ববিহ করুন। আমি মহাদবে। আমি পার্বতীর ন্যায়
আপনাকে দবী বানিয়ে দেব।

পার্বতী এবার বুঝলেন শবি রসকিতা করছেন। পার্বতী মহাদবে এর সঙ্গে মলিতি
হন।এরপর পার্বতী বললেন -হে দবোদদিবে মহাদবে , আপনার থেকে নজিকে লুকাবো
,আমার সাধ্য কি? বড়ো আনন্দ পলোম এই খলো খলে। শবি বললেন , পার্বতী আমাকে
পাওয়ার জন্যই তো তোমার এতো খলো। তোমার এই বশিষে রূপে নাম দলিাম মাতঙ্গী !

শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ

অস্তিনানাবধিংশস্তং বস্তুনাবগৈকিনে বঃ ।

অমৃতাম্বুনধিরেমধ্যে মাণকিয দ্বীপমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

সুধাতরুগ সঞ্চারমিরুতস্পর্শ শীতলম্ ।

কল্পদ্রুমকদম্বালি পারজিতপটীরকটঃ ॥ ২ ॥

নবিভীকৃতমুদ্যানং নষিবেনেরিভরোৎসবম্ ।

তদলসলতোন্মীলংকুসুমামোদ মদৌরম্ ॥ ৩ ॥

জাগর্তি মানসে মৎকতেরুণং নীপকাননম্ ।

তস্যান্তরালতরলামুক্তমুক্তালতাততঃ ॥ ৪ ॥

জ্যোতরিময়মহনটামমিহতিং রত্নমণ্ডপম্ ।

সরস্বত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ পূর্বাদদিবারভুমিষু ॥ ৫ ॥

শঙ্খপদমনধিভিযাং চ সততাধুষি সংস্তুবে ।

ইন্দ্রাদীন্লোকপালান্ চ সাযুধান্ সপরচ্ছদান্ ॥ ৬ ॥

মণ্ডপস্যবহরিভাগেপ্যষ্টদিক্ষু ক্রমস্থতান্ ।

অথধ্যায়ামি রত্নার্চরিয়ত্নাকুপ্তদীপকিাম্ ॥ ৭ ॥

হরচিন্দন সংলপিতাং হারিণীং মণদীপকিাম্ ।

তত্রত্রকিণে পঞ্চারষ্টারষোড়শপত্রকটঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টাষ্টধারবদোস্ত্রশৈচনিময়ং বক্ত্র মীমহে ।

তস্যমধ্যে কৃতানাসাম সাধারণ বভিষাম্ ॥ ৯ ॥

ইন্দুরথোবতীমগৌ লোচনাং বণেশালিনীম্ ।

হাসাংশূল্লাসনাসীর নাসাভরণ মটৌক্তকিাম্ ॥ ১০ ॥

মদরক্তকপোলশ্রী মগ্নমাণকিয দর্পণাম্ ।

আনন্দহারিণীং তালদিলতাটঙ্কধারিণীম্ ॥ ১১ ॥

উচ্চপীনকুচামচ্ছহারাং তুচ্ছবলগ্নকাম্ ।

সুকুমারভুজাবল্লী বেল্লংকঙ্কণরঙ্খিণাম্ ॥ ১২ ॥
 বামস্তনমুখন্যস্ত বীণাবাদবনিদোদনীম্ ।
 বলনিভনিভোভূত কাঞ্চী হারপ্ৰিভাং শুভাম্ ॥ ১৩ ॥
 ন্যস্তকৈচরণাং পদমে সলীলাসালসাননাম্ ।
 অনর্ধ্যলাবণ্যবতীং মাদনীং বর্ণ মাতৃকাম্ ॥ ১৪ ॥
 অনঙ্গ শক্তজীবাতু তদ্বক্শিপে হরাঙ্গনাম্ ।
 ত্র্যস্ররেতং প্রীতমিপি প্রণমামি মনোভবাম্ ॥ ১৫ ॥
 দ্রাবণংরোষণঞ্চৈব বন্ধনং মোহনং তথা ।
 অস্ত্রমুন্মাদনাখ্যং চ পঞ্চমং পাতু মে হৃদি ॥ ১৬ ॥
 কামরাজং চ কন্দর্পং মন্থং মকরধ্বজম্ ।
 মনোভবং চ পঞ্চাং কণাগ্রাবস্থতিং স্তম্ ॥ ১৭ ॥
 ব্রাহ্মীং মাহেশ্বরীং চৈকটোমারীং বৈষ্ণবীমপি ।
 বারাহীমপি মাহেন্দ্রীং চ চামুণ্ডাং চণ্ডিকাং নুমঃ ॥ ১৮ ॥
 লক্ষ্মীং সরস্বতীচৈব রতং প্রীতসিতথৈব চ ।
 কীর্তিশ্শান্তি চ পুষ্টশ্চিৎস্টরিত্যষ্টকং ভজে ॥ ১৯ ॥
 বামাজযেষ্টা চ রৌদ্রী চ শান্তি শ্রদ্ধাসরস্বতী ।
 ক্রিয়াশক্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ সৃষ্টিশ্চৈবতু মোহিনী ॥ ২০ ॥
 তথাপুর্ণাদনি চাশ্বাসিনীবালা তথৈব চ ।
 বদ্যুন্মালিন্যথসুরা নন্দাদ্যা নাগবদ্ধিকা ॥ ২১ ॥
 ইতিষোড়শ শক্তীনাং মণ্ডলং মানয়ামহে ।
 অসতিঙ্গো রুরুশ্চণ্ড ক্রোধনোন্মত্তভরৈবাঃ ॥ ২২ ॥
 কপালীভীষণশ্চৈব সংহারশ্চৈব পান্ভবমী ।
 মাতঙ্গীং সদ্ধিলক্ষ্মীং চ মহামাতঙ্গিকামপি ॥ ২৩ ॥
 মহতীং সদ্ধিলক্ষ্মীং চ তুর্যাং চ তদুপাস্মহে ।
 গণনাথশ্চ দুর্গা চ বটুকঃ ক্ষেত্রপোহবতু ॥ ২৪ ॥
 শক্তিরূপাণি চাঙ্গানি মনসাঙ্গী করোম্যহম্ ।
 হংসমূর্তিঃ স চ পরঃ প্রকাশানন্দ দশেকিঃ ॥ ২৫ ॥
 পূর্ণোন্মিত্যশ্চবরুণঃ পাতু মাং পঞ্চদশেকী ।
 শবিত্তেবাংশেষকাদবে মাতঙ্গেশ্বরানিমানয়ে ॥ ২৬ ॥
 ঈশ্বে চ মানসমেৎকং ক্ষেত্রপালং কৃপালয়ম্ ।
 শুকনীনী শোকনহিত্রী সর্বাণাবণে ভাসুরা ॥ ২৭ ॥
 সুরার্চতি প্রসন্না চ সংবদ্বিত্যতিশাম্ভবী ॥ ২৮ ॥
 মদনেশোণা পদপাঙ্গকোণা বভিক্তবীণা নগিমপ্রবীণা ।
 এণ্ডক চূড়াকরুণাধুরীণা প্রীণাতু বঃ পোষতি পুষ্পবাণা ॥ ২৯ ॥
 সংবিন্ময়ংরুদ্র বসন্ততোষনিঃ সাধকীন্দ্র ভৃঙ্গকুলঃ ।
 কমপুষ্পাঞ্জলি রম্যতাং মাতঙ্গকন্যকা যাঃ ॥ ৩০ ॥
 ইতি শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তা ॥